গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা।
www.mohpw.gov.bd

বিষয়: বর্তমান মহাজোট সরকারের বিগত দুই বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত বিবরনী।

বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তার কর্মপরিধি অনুযায়ী নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ শ্রেণীওয়ারী ৮টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-(১) আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ ,(২) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন,(৩)অবকাঠামো উন্নয়ন,(৪)পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন,(৫)ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তন,(৬)যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অনুকূলে স্বল্প মূল্যে আবাসিক সুবিধা প্রদান,(৭)গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং (৮)ঢাকার চারপাশে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ। উল্লিখিত ৮টি পদক্ষেপের আলোকে প্রদত্ত ছকে প্রণীত প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল:

## মন্ত্রলায়ের নাম: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

| ক্রমিক নম্বর | প্রতিবেদন | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ | অর্জিত সাফল্য | সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে) | সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি | |
| ১। | আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ | দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যেমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় আবাসন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখে আসছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভিন্ন সংস্থার আওতায় ১০৬টি প্লট উন্নয়ন ও ৪০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।<br>৪২,২৬২ টি প্লট উন্নয়ন ও ৪৫০১ টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ ৩২টি অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় চলমান রয়েছে।<br>উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্প এলাকায় ২২,৫০০টি, পূর্বাচল প্রকল্প এলাকায় ২০,০০০টি, ঝিলমিল প্রকল্প এলাকায় ১০,০০০টি, সিরাজদিখান(মুন্সিগঞ্জ), সিংগাইর(মানিকগঞ্জ) ও ধামরাই (ঢাকা)-এ স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৭০,০০০টি প্লটসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে প্রায় ১,৩৫,০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং উল্লিখিত স্যাটেলাইট টাউনসমূহে প্রায় ১১,৫০০টি প্লটসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে প্রায় ২০,৫০০টি প্লট উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাবের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।<br>সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা রক্ষা করে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দ্বারা লটারীর মাধ্যমে উত্তরা ৩য় পর্ব ও পূর্বাচলের প্লট বরাদ্দ এবং মোহাম্মদপুরের "এফ" ব্লকে, মিরপুর ও লালমাটিয়ার ফ্ল্যাট বরাদ্দ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। | জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলাজনিত কারণে কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। | শুধুমাত্র রাজউকের মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্টে ২টি পৃথক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রই অবস্থার দৃশ্যমান উন্নিত হবে। | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২। | নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন | নগর পরিকল্পনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এবং দায়িত্বটি এ মন্ত্রণালয় সুচারুরূপে পালন করে চলেছে। এ লক্ষ্যে (১) ঢাকা মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান,(২)সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান,(৩)মুজিবনগর উপজেলা শহরের ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান,(৪)গলাচিপা পৌরসভার ড্রেনেজ প্ল্যান প্রনয়ন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। (৫) খুলনা মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান,(৬)খুলনা মহানগরীকে মংলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্ধিত এলাকার স্ট্রাকচারাল প্ল্যান , মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান ,(৭) কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন ও মহেশখালী এলাকার পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন প্ররিকল্পনা প্রণয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।<br><br>গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জাতীরজনক বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। মাস্টারপ্ল্যানে টুঙ্গীপাড়াকে আর্ন্তজাতিকমানের দর্শনীয় স্থানে পরিণত করাসহ মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীরজনক বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও কীর্তি সম্পর্কিত আর্কাইভসহ আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মিউজিয়াম ও রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। | রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকার বাইরে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। তাই বিস্তির্ণ এলাকার প্ল্যান বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া, রাজউক এলাকার মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্ল্যান অনুমোদনের কর্তৃত্ব থাকায় প্রায়শ:ই Overlapping হয়। | সকল বিভাগীয় শহর ও কক্সবাজারে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরীর মাধ্যমে প্ল্যান বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। | |
| ৩ | অবকাঠামো উন্নয়ন | মহানগরীগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকার রেল লাইনের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে বিজয়সরণী ও তেজগাঁও শিল্প এলাকার মধ্যে সংযোগ সড়ক নির্মাণ , চট্টগ্রামে ৩টি বিদ্যমান সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন , রাজশাহীতে গ্রেটার রোড ও বাইপাস রোডের মধ্যে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।<br>জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া, ঢাকাতে মাদানী এভিনিউকে প্রগতি সরণী ইন্টারসেকশন হতে বালু নদী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ , গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন , পূর্বাচল লিংক | অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, মামলাজনিত কারণে জটিলতা দেখা যায়। ঢাকার জমির মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের সমূদয় অর্থ পরিকল্পনা কমিশন হতে পেতে অসুবিধা হয়। | রাজউকের মামলা নিষ্পত্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্টে আলাদা বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | রোড় নির্মাণ, কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ, গুলশানে ২৩৪টি গাড়ী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বহুতল গাড়ী পাকিং ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রামে ১টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ১টি বিদ্যমান সড়ক সম্প্রসারণ, ৫টি ফ্লাইওভার নির্মাণ, বহুতল বানিজ্যিক ভবন নির্মাণ, কাঁচা বাজার নির্মাণ, কর্মজীবি নারীদের আবাসেনর লক্ষ্যে ডরমিটরী নির্মাণ, খুলনায় ২টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং রাজশাহীতে ১টি সড়েকর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬টি অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলছে। গোলাপশাহ মাজার হ তে বাবুবাজার সেতু পর্যন্ত ফ্ল্যাইওভার নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। | | | |
| ৪ | পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন | সারাদেশে কৃষিযোগ্য ও উৎপাদনক্ষম জমির সুরক্ষা ও জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৯এর সংশোধনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে উক্ত নীতির একটি খসড়া প্রনয়ন করা হয়েছে। প্রণীত খসড়াটি সর্বস্তরের জনগণ ও স্টেকহোল্ডারগণের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে শিঘ্রই চুড়ান্ত করা হবে।<br>পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code (BNBC) সংশোধনপূর্বক যুগোপ যোগী করার কাজ চলমান রয়ে ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ টীম এ কাজের কনসালট্যান্ট এর দায়িত্বে র য়েছে। ডিসেম্বর'১০ নাগাদ কাজটি চূ ড়ান্ত করার জন্য নির্ধারিত আছে।<br>দেশের অর্থনীতিতে রিয়েল এস্টেট খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে রিয়েল এস্টেট আইন -২০১০ প্রনয়ন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর ফলে এ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে এবং এ খাতে শৃংখলা আনায়ন সহ জনগণের হয়রানী লাঘব হবে।<br>প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশ বান্ধব নগরায়ণের লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রণীত জলাধার নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সময়োপযোগী বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। | সারাদেশে কৃষিজমি রক্ষাকল্পে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী প্রয়োগযোগ্য কোনরুপ ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ আইন নেই। | "নগর অঞ্চল পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার (Landuse) ব্যবস্থাপনা আইন-২০০১০"এর খসড়া নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনয়ন করা হয়েছে এবং খসড়াটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | |
| ৫ | ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের | ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টি বর্তমান মহাজোট সরকারের রুপকল্প ২০০২১ এর একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূবণের অংশ হিসেবে রাজউকের সকল নথিপত্র ও প্ল্যান সংক্রান্ত কার্যাদি তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনায়নের উদ্দেশ্যে " Computerization and Management | কম্পিউটার তথা MIS বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকবলের অভাবে কাঙ্খিত অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। | বিদ্যমান লোকবলের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন ও নতুন অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তন | Information System ( MIS ) in RAJUK” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগাম উন্নয়ন কর্ত পক্ষ ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষও তাদের সকল কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার কাজ হাতে নিয়েছে। নতুন ওয়েব সাইট তৈরী ও বিদ্যমান ওয়েবসাইটের আধুনিকায়নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা তাদের সকল কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় তথ্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় এনে জনগণের জন্য সহজলভ্য করেছে। সরকারী আবাসন পরিদপ্তরের অনলাইন সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ( www.doga.gov.bd ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একটি অন্যতম সাফল্য। | | | |
| ৬। | যুদ্ধাহত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অনুকূলে স্বল্প মূল্যে আবাসিক সুবিধা প্রদান | ১৯৭২ সালের নির্ধারিত মূল্যে যুদ্ধাহত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ১৪২টি পরিত্যক্ত বাড়ি সম্প্রতি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে তাঁরা উক্ত বাড়িতে বসবাস করছেন। বরাদ্দ প্রাপকদের অনুকূলে দলিল সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। | পরিত্যক্ত বাড়ির সংখ্যা অপ্রতুল বিধায় সকল যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বাড়ি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। | এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিটি প্লট/ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ নীতিমালায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটা সংরক্ষন করা হচ্ছে। | |
| ৭। | গবেষণা ও প্রশিক্ষণ | টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী গৃহ নির্মাণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিয়মিত গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী , কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের দুই বছরের এ বিষয়ে অর্জিত সাফল্যের মধ্যে জ্বালানী সাশ্রয়ী ইট, ব্লক তৈরীর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা , ঢাকা শহরের সুউচ্চ ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমীক্ষা , প্রকৃতিক দূর্যো গ ( যেমন-ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন , বন্যা ইত্যাদি ) সহনীয়, ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা এবং এ সব বিষয়ে অন্তত: ১১২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান উল্লেখযোগ্য। | গবেষণা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। | ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় সাব-সেক্টর স্থাপনে প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | |
| ৮। | ঢাকার চারপাশে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ | ঢাকা শহরের উপর অব্যাহত জনসংখ্যার চাপ নিরসনের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ঢাকা শহরের চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৩টি এবং রাজউকের মাধ্যমে একটি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলা হবে। স্যাটেলাইট টাউনসমূহে পরিমিত ভূমি পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে প্লট | স্বয়ংসম্পূর্ণ স্যাটেলাইট টাউন গড়ার জন্য কৃষি জমি নষ্ট না করে পর্যাপ্ত জমি পাওয়া দুষ্কর। তা'ছাড়া জমি অধিগ্রহণে স্থানীয় অধিবাসীরা বাধা প্রদান করে। | জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সাথে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যসহ জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে এবং যাদের জমি | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | উন্নয়ন ও আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ হবে , আধুনিক সকল নাগরি ক সুযোগ -সুবিধা সৃষ্টি করা হবে এবং প্রাকৃতিক জলাশয় রক্ষা করে কিছু কৃত্রিম জলাধারও নির্মাণ করা হবে। টাউনগুলোতে পরিকল্পিত আবাসন উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়িতব্য ৩টি স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পিপিপি 'র আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবসমূহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ পিপিপি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। | | অধিগ্রহণ করা হবে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লট দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। | |

শেখ মিজানুর রহমান
উপ সচিব(প্রশাসন-৩ অধিশাখা)